সংবাদ

তারিখ ... 27 JUN 2008

কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে না পৌনে দুই লাখ শিক্ষার্থী

আশরাফুল ইসলাম কচি

চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় ৭টি শিক্ষা বোর্ডের পাস করা পৌনে ২ লাখ শিক্ষার্থী কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে না। ভাল ফল করেও তারা রাজধানীসহ দেশের সেরা কলেজগুলোতে সুযোগ : পৃষ্ঠ : ১১ ক : ৪

সুযোগ : পাবে না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভর্তি নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি এ নিয়ে অভিভাবকরাও উদ্বিগ্ন। এ বছর ফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, গত বছরের তুলনায় পাসের হার বেড়েছে। বেড়েছে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাও। তাই সেরা কলেজগুলোর একটি আসন শিক্ষার্থীদের কাছে হয়ে উঠবে সোনার হরিণ।

ফলাফলে দেখা গেছে, গত বছরের তুলনায় এ বছর পাসের হার ১৬ দশমিক ০১ শতাংশ বেড়েছে। গত বছর এসএসসি পরীক্ষায় ৭টি শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ছিল ৫৪ দশমিক ৮০ শতাংশ। এ বছর তা বেড়ে হয়েছে ৭০ দশমিক ৮১ শতাংশ। গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ২৫ হাজার ৭৩২ জন। এ বছর জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪১ হাজার ৯১৭ জন। এ বছর পাসের সংখ্যাও বেড়েছে। গত বছর ৭টি শিক্ষা বোর্ডে মোট পাস করেছিল ৪ লাখ ৫৪ হাজার ৪৫৫ জন। এ বছর পাস করেছে ৫ লাখ ২৬ হাজার ৫৭৬ জন।

ব্যানবেইস সূত্রে জানা গেছে, রাজধানীসহ সারাদেশের কলেজগুলোতে ভর্তির জন্য আসন রয়েছে সাড়ে ৩ লাখ। অথচ এ বছর ৭টি শিক্ষা বোর্ডে পাস করেছে ৫ লাখ ২৬ হাজার ৫৭৬। এ হিসাবে ১ লাখ ৭৪ হাজার ৫৭৬ জন কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে না। একই সঙ্গে রাজধানীসহ দেশের সেরা কলেজগুলোতে ভর্তির বিষয়ে উৎকণ্ঠায় রয়েছেন সদ্য পাস করা শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। রাজধানীর নটর ডেম কলেজ, ভিকারুন নিসা নূন, আইডিয়াল কলেজ, হলিক্রস কলেজ, ঢাকা সিটি কলেজ, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা কলেজসহ দেশের সেরা কলেজগুলোতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের যুদ্ধে নামতে হবে। কেননা এসব নামিদামি কলেজগুলোতে আসনসংখ্যা কম।

জানা গেছে, সব মিলিয়ে রাজধানীর নামিদামি কলেজগুলোতে আসন রয়েছে মাত্র ২৫ হাজার। অথচ এ বছর জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪১ হাজার ৯১৭ জন। তাই এসব কলেজে ভর্তি ছাত্রছাত্রীদের কাছে হয়ে উঠবে সোনার হরিণ। ফলে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ১৭ হাজার শিক্ষার্থী ঢাকার নামিদামি কলেজগুলোতে ভর্তির সুযোগ পাবে না।

ফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, গত কয়েক বছর ধরে এসএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। শিক্ষার্থীরা এ বছরও রেকর্ড সংখ্যক জিপিএ-৫ পেয়েছে। গত বছর এসএসসিতে ৭টি বোর্ডে জিপিএ-৫ পায় ২৩৫ হাজার ৭৩২ জন। ২০০৬ সালে পায় ২৪ হাজার ৩৮৪ জন। ২০০৫ সালে জিপিএ-৫ পেয়েছিল ১৭ হাজার ২৭৬ জন। এছাড়া গত বছর ৯টি শিক্ষা বোর্ড মিলিয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছিল মোট ৩২ হাজার ৬৪৬ জন। এ বছর ৯টি বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫২ হাজার ৫০০ জন।

অনেকের মতে, চতুর্থ বিষয়ের নম্বর সংযুক্তির সুবিধা নিয়ে শিক্ষার্থীরা রেকর্ডসংখ্যক জিপিএ-৫ পেয়েই চলেছে। ২০০১ সালে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হওয়ার পর শুরুর দিকে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর এত আধিক্য ছিল না। গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর প্রথম বছর জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৭৬ জন। পরের বছর তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩২৭ জনে। ২০০৩ সালে এ সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৩৮৯। ২০০৪ সালে চতুর্থ বিষয়ের নম্বর সংযুক্তির সিদ্ধান্ত নেয়ার পর পাল্টে যায় ফলাফলের চিত্র। ওই বছর একলাফে জিপিএ-৫ পায় ৮ হাজার ৫৯৭ জন। চতুর্থ বিষয়ের নম্বর সংযুক্তির সুবিধা নিয়ে এরপর থেকে দেশজুড়ে চলছে জিপিএ-৫ এর ছড়াছড়ি।

এদিকে ভাল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে হতাশা ও উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। ভিকারুন নিসা নূন স্কুল থেকে জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্রী নুসরাত জামান জানায়, ১০ বছরের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল পেয়েছি। আনন্দের পাশাপাশি মনে শঙ্কাও জাগছে, যদি ভাল কলেজে ভর্তি হতে না পারি। উদয়ন স্কুল থেকে পাস করা ছাত্র কৌশিক আহমেদ জানায়, রাজধানীর কলেজগুলোতে আসনসংখ্যা সীমিত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের রীতিমতো ভর্তিযুদ্ধে নামতে হয়। এতে ভাল ফল করেও অনেকে ভাল কলেজে ভর্তি হতে পারে না। সংশ্লিষ্টদের মতে, ভাল কলেজে আসনসংখ্যা বৃদ্ধি ও গ্রামাঞ্চলে মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।